

প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন শহরের বিভিন্ন অংশ

ধীর গতিতে যান চলাচল, ভোগান্তি

স্টাফ রিপোর্টার : ষষ্ঠাখানেকের বৃষ্টিতে জল জমল শহরের বিভিন্ন অংশে। মঙ্গলবার দুপুরে শহরের আকাশে অন্ধকার নেমে আসে। তারপরেই তুমুল বৃষ্টি শুরু হয়। বৃষ্টির জেরে শহরের বিভিন্ন অংশে জল জমে যায়। বৃষ্টির দাপটে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় যান চলাচলের গতি শ্লথ হয়ে যায়। সপ্তাহের কাজের দিনে প্রবল বৃষ্টিতে ভোগান্তি চরমে ওঠে। বিকেলে অফিস ফেরত যাত্রীরা সমস্যায় পড়ে। ডাফরিন রোডে আবার গাছ ভেঙে পড়ে। যদিও পরে তা সরিয়ে সেখানে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।

এদিন সকাল থেকে দুপুরে গুমোট গরম ছিল। এরপর দুপুরের দিকে শহরে আকাশ কালো করে মেঘ ঘনিয়ে আসে। দুপুরেই যেন সন্দের আধার। অন্ধকার এতটাই হয় যে স্ট্রিট লাইটও জ্বলে যায় দুপুরেই। শুরু হয় প্রবল বৃষ্টি। সন্ধ্যা ঘন ঘন বজ্রপাত। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয় কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জনজীবন। রাসবিহারীতে গাছ ভেঙে পড়ায় ব্যাহত হয় যান চলাচল। বৃষ্টির জেরে শিয়ালদহ মেন লাইনে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। আপ ও ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয় বেশ কিছুক্ষণের জন্য। কলকাতার বেশ কিছু জায়গায় জল জমে যায়।

মেঘে ঢাকা আকাশ...



ছবি : অরিন্দ্র গাঙ্গুলি

ছবি : শ্যামল মৈত্র

ধীরগতিতে যান চলাচল।

ভেঙে পড়া গাছ সরানোর ব্যস্ততা।

বর্ষা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই, দাবি পুরসভার

স্টাফ রিপোর্টার : দক্ষিণবঙ্গে ঢুকেছে বর্ষা। আর তার মধ্যেই সোমবার ও মঙ্গলবারের বৃষ্টিতে জলমগ্ন নিকাশি নালা থেকে ১ লাখ ৪৬ হাজার মেট্রিক টন হয়েছে রাস্তাঘাট। জল জমার কারণে যানজটেরও সৃষ্টি হয়। তবে বর্ষা নিয়ে উদ্বিগ্ন না হওয়ার আশাবাদী দেয় নিকাশি বিভাগের মেয়র পারিষদ তারক সিং। তিনি জানান, পুরসভা প্রস্তুত। সব রকমভাবেই কাজ চালানো হচ্ছে। তিনি আরও জানান, প্রায় ১৫ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হলেও শহর কলকাতা সচল থাকবে। স্বাভাবিক থাকবে জনজীবন। শহরে ঘন্টায় ৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হলেও রাস্তায় জল দাঁড়াবে না। তার থেকে নামানো বেশি হলে জল দাঁড়াবে কিন্তু দ্রুত জল নেমে যাবে। এদিন পুরসভার তথ্য অনুযায়ী, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মানিকতলায়-২৬ মিলিমিটার, বেলঘরিয়া- ৭ মিলিমিটার, ধাপায়- ৫৭ মিলিমিটার, উপসিয়ায়- ২৫ মিলিমিটার, উল্টোডাঙায়-৪৭ মিলিমিটার, ঠনঠনিয়া-১৮ মিলিমিটার, বালিগঞ্জ-৯৪ মিলিমিটার, মোমিনপুরে- ৮ মিলিমিটার, চেতলা লকগেটে- ৫৪ মিলিমিটার, কালীঘাটে- ৬ মিলিমিটার, গড়িয়া- ৩০ মিলিমিটার, দলবাগানে- ১৫ মিলিমিটার, বেহালা ফ্লাইইং ক্লাব- ৫৫ মিলিমিটার। সবথেকে বেশি বৃষ্টি হয়েছে বালিগঞ্জে। শনিবার ৩৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয় উত্তর কলকাতার ঠনঠনিয়া, সেন্ট্রাল এভিনিউতে। তাই জল নামতে নামতে একটু সময় নেয়। তবুও বিগত বছরের তুলনায় জল দ্রুত নেমেছে। এমনটাই জানিয়েছিলেন মেয়র পারিষদ তারক সিং। মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত খবর অনুযায়ী মেয়র পারিষদ জানান, 'শহরের প্রায় অনেক জায়গাতেই জল নেমে গেছে।' তাই শহরের বর্ষা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই বলেই

জানান তিনি। ২০১৭ থেকে ২০১৮ আর্থিক বছরে নিকাশি নালা থেকে ১ লাখ ৪৬ হাজার মেট্রিক টন পলি তোলা হয়েছে। যা রেকর্ড। এদিন গত একবছরে



নিকাশি বিভাগের কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন তারকবাবু। তিনি আরও বলেন, পুরসভার ৭৩টি পাম্পিং স্টেশনে সক্রিয় অবস্থায় আছে। ৪৪টি পাম্পের মধ্যে ৪২টি পাম্প সচল রয়েছে। সারাবছর দিন-রাত নিকাশি দফতরের কর্মী ও আধিকারিকরা কাজ করেছে। প্রতিটা মুহূর্তের কাজের খতিয়ান আমি নিয়েছি।

নতুন বাকট মেশিন ও সলিটিং মেশিন কেনা হয়েছে। পরিষ্কৃত মোকাবিলা করার প্রয়োজনে টারমিনাল পর্যন্ত গুলিতে পাম্পের সংখ্যা বাড়ানোর কথা ভাবা হচ্ছে বলেও তিনি জানান। বৃষ্টিতে উত্তর কলকাতার প্রায় চেনা ছবি উঠে আসে। জলজমার কারণে তীর যানজটের সৃষ্টি হয়। তবে বৃষ্টি নিয়ে চিন্তার কোনও কারণ নেই, শহরবাসীকে এমনটাই আশ্বাস দেন তারকবাবু।

তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত কাঁকুড়গাছি

স্টাফ রিপোর্টার : মুখামস্তী তথা তৃণমূল সূত্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে বার বার বার্তা দেওয়া হলেও গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব ঠেকাতে বার্ষিক তৃণমূল কংগ্রেস। এবার তালিকায় যুক্ত হল কাঁকুড়গাছি। সোমবার রাতে কাঁকুড়গাছি ঘোষ বাগান এলাকায় তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। একে কেন্দ্র করে পাটি অফিসে ভাঙচুর চালানো হয়। স্থানীয় সূত্রের খবর, সোমবার রাত নাটা নাগাদ কাঁকুড়গাছি ঘোষবাগান এলাকার একটি পাটি অফিসে বসেছিলেন সাধন পাণ্ডের অনুগামী বলে পরিচিত সৌরভ মিত্র, বুকাই সহ চার যুবক। অভিযোগ, তাদের উপর বেশ কয়েকজন যুবক হামলা চালায়। তাদের নেতৃত্বে ছিল পরেশ পালের অনুগামী বলে পরিচিত সুদীপ সাহা। সৌরভের অভিযোগ, সুদীপ ও তার দলবল পিস্তলের বাঁট দিয়ে মারধর করে তাদের। এমনকি গলায় ক্ষুর চানতে উদ্ভাত হয় তারা। বাদ যায়নি পাটি অফিসও। ভাঙচুর চালানো হয় সেখানে। এর আগেও অনেকবার উল্টোভাঙা থেকে কাঁকুড়গাছি পর্যন্ত তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগ, সাধন পাণ্ডে এবং পরেশ পালের অনুগামীদের মধ্যে প্রায়ই গভঙ্গোল লাগে। পুলিশের খাতা বলছে, এর আগে এই সংঘর্ষের জেরে বোমাবাজি, রক্তপাত পর্যন্ত ঘটেছে। সোমবার রাতে তেমনই এক গোষ্ঠী সংঘর্ষের অভিযোগ

পঞ্চায়েতে জয়ী প্রার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ভাবনা বিজেপির

স্টাফ রিপোর্টার : গ্রাম-বাংলার মানুষের জন্য যাতে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জিতে আসা দলীয় জনপ্রতিনিধিরা ভালভাবে কাজ করতে পারেন সে কথা মাথায় রেখে তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে বিজেপি। ২০১৯ সালেই রয়েছে লোকসভার নির্বাচন। তার আগে গ্রামাঞ্চলের মানুষের মন পেতে সর্বরকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর তারই অঙ্গ হিসাবে দলীয় জয়ী প্রার্থীরা যাতে ঠিকভাবে নিজেদের কাজ করতে পারেন তার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গেরুয়া শিবির। পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাম ও কংগ্রেসকে অনেকটা পিছনে ফেলে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে বিজেপি। উত্তরবঙ্গের কিছু অংশে যেমন ভাল ফল করেছে তেমনই আবার দক্ষিণবঙ্গের কিছু এলাকায় ভাল করেছে। বিশেষ করে বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় মতো জায়গায় যথেষ্ট ভাল করতে দেখা গিয়েছে বিজেপিকে। সব মিলিয়ে ৬ হাজার ৮০০-র মতো আসনে জয়লাভ করেছে বিজেপি। জয়ী প্রার্থীদের বেশিরভাগই নতুন

বিজেপিকে যতটা শক্তিশালী করা যায় সেদিকেই নজর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের। আর দল তৃণমূলের টঙ্কর দিতে কটাত তৈরি সোটা লোকসভার ভোটে জানা সম্ভব হবে বলে মনে করছে গেরুয়া শিবির। সেই কারণে, ২০১৯ সালের আগে সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধির উপরেই জোর দিচ্ছে বিজেপি।



তেমনই দল ছেড়ে জয়ী প্রার্থীরা যাতে অন্য দলে না ভেঙেন সেই বিষয়টি সুনিশ্চিত করাও এই প্রশিক্ষণের অন্যতম লক্ষ্য। প্রশিক্ষণ শিবিরে জয়ী প্রার্থীদের সেই ব্যাপারেই বোঝানো হবে। যে সমস্ত রাজ্যে বিজেপি এখনও ক্ষমতায় আসতে পারেনি সেখানে নজর রয়েছে নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহর। তার মধ্যে অন্যতম রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। এই রাজ্যে ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচন হবে। তার আগে রাজ্যে

নেতৃত্ব। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশেই পঞ্চায়েত জয়ী প্রার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য নেতৃত্ব।

মাত্র দু'হাজার টাকার জন্য শিশুকে সাহায্য করেছিল নাবালক

স্টাফ রিপোর্টার : দাগি অপরাধীদের হার মানাচ্ছে শিশু কাল। কসবার বাসিন্দা শীলা চৌধুরি খুনের মামলায় তদন্তকারী গোয়েন্দার বারবার বিভ্রান্ত হরোছেন মূল অভিযুক্ত শবুর বান্দে। তদন্তকারী অফিসারের বক্তব্য, "যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছি।" শুধু শবুই নয়, নিরুদ্বাপ খুনের ঘটনায় শবুর সহযোগী ১৭ বছরের কিশোরও। পুলিশি জেরায় বারবার উঠে আসছে নতুন নতুন তথ্য। শীলাদেবীর হত্যাকাণ্ডে এবার প্রকাশ্যে এল নাবালকের ভূমিকা। সূত্রের খবর অনুযায়ী, মার্চ ২০০০ হাজার জন শিশুকে খুনে সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছিল সে।

শবু ও নাবালক। সেখানেই মৃত্যু নিশ্চিত করতে শীলা দেবীর মুখে চাদর চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করা হয়। পুলিশি সূত্রে জানা গেছে, যে চাদর দিয়ে শীলাদেবীর মুখ চাপা হয়েছিল সেই চাদর দিয়ে মেঝের ও কড়িইয়ের রক্ত মুছে ছিল শবু।

একটা চাদর দিয়ে খুনের ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে বলা হলে তার আচরণ দেখে মনে হয় যেন শীলাদেবীর হত্যাকাণ্ডে তার সহযোগিতা করেছিল। তদন্তকারী গোয়েন্দার বক্তব্য, "যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছি।" শুধু শবুই নয়, নিরুদ্বাপ খুনের ঘটনায় শবুর সহযোগী ১৭ বছরের কিশোরও। পুলিশি জেরায় বারবার উঠে আসছে নতুন নতুন তথ্য। শীলাদেবীর হত্যাকাণ্ডে এবার প্রকাশ্যে এল নাবালকের ভূমিকা। সূত্রের খবর অনুযায়ী, মার্চ ২০০০ হাজার জন শিশুকে খুনে সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছিল সে।

কসবা হত্যাকাণ্ড



এরপর রক্তমাখা চাদর আঙন আর কোনও ফারাকই নজরে আসেনি। সদ্য তৃতীয় ডিভিশনে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা শবু, এমন আচরণ দেখে তাজব্ব বনে গিয়েছেন দুঁদে পুলিশ কর্তারা। তাদের মতে, দাগি খুনিদেরও এমন আচরণ করতে দেখা যায় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা জেরার মুখে ভেঙে পড়েন। নিজেদের করা খুনের জন্য অনুতাপও করেন। কিন্তু শবু তাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। শুধু শবুই নয় বছর ১৭ কিশোরটির ব্যবহার দেখেও অবাক হন।

পুলিশি তদন্তে জানা গেছে, শনিবার দুপুরবেলায় শীলাদেবীকে খুনের সময় তাঁর পা চেপে ধরেছিল বছর সাতরোর কিশোর। শুধু তাই নয়, শবু যখন ওই প্রৌটার মুখে ও কপালে বার দশকে ঘুরি মারে এবং রামাঘর থেকে লোহার কড়াই এনে তিনবার মাথা খেঁতলে দেয় তখনও ওই কিশোর শীলা দেবীর পা দুটো চেপে ধরে রেখেছিল। মাথা খেঁতলে যাওয়ার পর নেতিয়ে পড়া প্রৌটারকে টানতে টানতে রামাঘরের কাছে নিয়ে যায়

ধরিয়ে দিয়েছিল তারা। লালবাজার সূত্রের খবর, জেরার সময় মূল অভিযুক্ত শবুকে

গোছেন গোয়েন্দারা। শনিবার দুপুরে শীলাদেবীকে খুনের পর সন্ধ্যায় সেই খুনের খবর সে

রাস্তায় ধস

স্টাফ রিপোর্টার : ফের কলকাতার রাস্তায় ধস। ঢাকুরিয়া ব্রিজ থেকে যোধপুর পার্কে যাওয়ার রাস্তায় ধস নামে। সোমবার রাতে রাস্তাটির মেরামতির কাজ চলে। একদিকের রাস্তা বন্ধ রেখেই রাস্তা সারাইয়ের কাজ চলে। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে যান রাস্তা বিভাগের মেয়র পারিষদ রতন দে। তিনি জানান, রাস্তায় ধস নেমেছে। আমি নিজে এসে পরিষ্কৃত দেখেছি। অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গে ঢুকেছে বর্ষা। মাঝে মাঝেই বর্ষা নিয়ে উদ্বিগ্ন। আর তার মধ্যেই ধস নামে। রাস্তায় মেরামতির কাজ চলাকালীন দক্ষিণ কলকাতার বিস্তীর্ণ অংশে যানজট তৈরি হয়।



হাওড়া পুরসভার উদ্যোগে আয়োজিত ইফতার পার্টি।

ছবি : ওভম জ্যোতি